মেহেরপুরে আমরণ অনশন কর্মসূচি পালন

বৈষম্য বিরোধী নকল নবীশ দাবী আদায় পরিশোধ জাতীয়করণের এক দফা দাবিতে মেহেরপুরে আমরণ অনশন কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।

আজ রোববার (২৪ নভেম্বর) দুপুর ২ টার দিকে সদর সাব রেজিস্টারের কার্যালয়ের সামনে এই কর্মসূচি পালন করা হয়।

এ সময় বক্তারা বলেন, নকল নবীশরা সরকারি কোন বেতন ভাতা পান না। সমাজের মানুষ জানে তারা সরকারি চাকরি করেন। কিন্তু বাস্তবে নকল নবীশরা জমির দলিলের এক পৃষ্ঠা বালামে লেখলে মাত্র ২৪ টাকা মঞ্জুরি পায়। প্রকৃতপক্ষে এক পৃষ্ঠা বালাম লেখার জন্য জনগণের কাছ থেকে সরকার রাজস্ব নেয় ৪০ টাকা। সেখান থেকে নকল নবীশদের দেয়া হচ্ছে ২৪ টাকা। বাকি ১৬ টাকা রাজস্ব খাতে জমা হচ্ছে। নকল নবীশদের টাকা দিয়েই তাদের চাকরি জাতীয়করণ করা সম্ভব। নকল নবীশদের দীর্ঘদিনের দাবী চাকরি জাতীয়করণ করা হোক। কিন্তু সরকারের সংশ্লিষ্ট মহলে বিষয়টি নিয়ে কথা বলার অভাবে আমরা আজও অন্ধকারেই রয়ে গেছি। আমাদের নুন আনতে পান্তা ফুরিই ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া দ্রব্যমূল্যের উদ্যগতি আমাদের জীবনযাপন করা সম্ভব হচ্ছে না আমাদের এক দফা এক দাবি মেনে নিতে হবে।

এ সময় আমরণ অনশন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বৈষম্য বিরোধী নকল নবীশ মেহেরপুর জেলা সমন্বয়ক আনোয়ার জাহিদ পিয়াস, সহ-সমন্বয়ক আব্দুল মাবুদ, হাফিজ আল আসাদ, মাহমুদা আক্তার সুমি, রোজিফা আক্তার, রিয়াদুজ্জামান, ইমরান শেখ প্রমুখ।

মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে

নারী-পুরুষসহ আটক ৬

মুজিবনগরের ৬ জন নারী-পুরুষকে আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।গতকাল শনিবার (২৩ নভেম্বর) সন্ধার দিকে মুজিবনগর থানার এস আই মেজবাহুর রহমানের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম মুজিবনগর উপজেলার ভবরপাড়া গ্রামের ডেভিড দফাদারের বাড়ির সামনে গোপন বৈঠক করার সময় তাদের আটক করে।

আটকৃতরা হলেন, মুজিবনগর উপজেলার ভবেরপাড়া গ্রামের ডেভিট দফাদারের স্ত্রী সপ্না মন্ডল (৪৭), একই গ্রামের জোসেফ মন্ডলের ছেলে সুদিপ মন্ডল (৩৩) আনন্দবাস (খন্দকারপাড়ার) ফকির মোহাম্মদের ছেলে আ: আজিজ (৪৬), একই গ্রামের শওকত মোড়লের ছেলে মেহেদী হাসান (২২)মানিকনগর গ্রামের গিয়াস উদ্দীনের স্ত্রী আসমা (৩২) ও আনন্দবাস গ্রামের এনামুলের স্ত্রী লাল ভানু (৪৫)।

থানা সূত্রে জানা গেছে, আটককৃত আসামীগন অহিংস গণঅভ্যুত্থান বাংলাদেশ নামের সংগঠনের ব্যানারে একযোগে সারা বাংলাদেশের ন্যায় মুজিবনগর থানা এলাকার মধ্যে ১৫০০ থেকে ২০০০ সাধারণ মানুষকে সুদ মুক্ত ঋণ দেওয়ার কথা বলে প্রলোভনের মাধ্যমে আগামী ২৫শে নভেম্বর ঢাকার শাহবাগে সম্মেলনের নামে জমায়েত হওয়ার আহব্বান করে আসামীগণ ‘অহিংস গণ-অভ্যুত্থান বাংলাদেশ সংগঠনের নাম ব্যবহার করে ছদ্মবেশ ধারণের মাধ্যমে চলমান শান্তিপূর্ণ পরিবেশ পরিস্থিতিকে অশান্ত করার জন্য মুজিবনগর থানা এলাকাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ন ও স্পর্শকাতর স্থানে অন্তর্ঘাত ও নাশকতা মূলক কর্মকাণ্ড করে অবৈধ ভাবে বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করার জন্য সকলে একত্রিত হয়ে ভবরপাড়া গ্রামের ডেভিট দফাদারের বাড়ির সামনে পরিকল্পনা করছিলো এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মুজিবনগর থানার টহল টিম সেখানে অভিযান চালায়।

এমন সময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে তারা পালিয়ে যাবার চেষ্টাকালে আসামী ৬ জনকে আটক করে।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মিজানুর রহমান জানান,আসামীগণ বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ দলের সক্রিয় সদস্য হিসেবে তাদের এজেন্ডা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একে-অপরের সহায়তায় ও প্ররোচনায় অন্তর্ঘাত ও নাশকতামূলক কর্মকান্ড করার জন্য একত্রিত হয়ে অবৈধ কার্য সম্পাদনের পরিকল্পনা করিয়া 15(3)/25D The Special Powers Act,

1974 ধারায় অপরাধ করিয়াছে তাই তাদের আটক করা হয়েছে।

আসামীদের নামে নাশকতার মামলা দিয়ে আজ রবিবার দুপুরে আদালতের মাধ্যেমে জেল হাজতে পাঠনো হয়েছে।

লুণ্ঠিত সম্পদ ফেরত না দিলে বিচারের মুখোমুখি হতে হবে-মাসুদ অরুন

মানুষের সম্পদ যারা লুণ্ঠিত করেছে, তারা যদি তা ফেরত না দেয়, তাহলে জনগণ দাবি করলে তাদের বিচারের মুখোমুখি হতে হবে। যারা দালালি করে লক্ষ-কোটি টাকা বিদেশে পাচার করেছে, তাদের সেই টাকা জনগণের কাছে ফেরত দিতে হবে।

আজ শনিবার (২৩ নভেম্বর) বিকেলে আমঝুপি ইউনিয়ন বিএনপির আয়োজনে আমঝুপি বালক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক বিশাল জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, গরিব মানুষের সঙ্গে আমাদের কোনো বিভেদ নেই। তবে, অতীতে দেখা গেছে, ১০ কেজি চাল নিতে হলেও বা বিধবা ভাতা নিতে হলেও মানুষকে “জয় বাংলা” বলতে বাধ্য করা হয়েছে। আমরা গরিব মানুষের প্রতি বৈষম্যহীন নীতিতে বিশ্বাস করি।

আমাদের লড়াই তাদের বিরুদ্ধে, যারা মানুষের সম্পদ লুণ্ঠন করেছে, গরিবের অধিকার কেড়ে নিয়েছে এবং জনগণের ওপর নিপীড়ন চালিয়েছে। দুনিয়ার মেহনতী মানুষদের সঙ্গে আমাদের কোনো শত্রুতা নেই, শত্রুতা কেবল তাদের সঙ্গেই, যারা জনগণকে কষ্ট দিয়েছে এবং তাদের অধিকার হরণ করেছে। লড়াই এখনো শেষ হয়নি। যতক্ষণ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন না আসবে, ততক্ষণ বিএনপির কর্মীরা সতর্ক থাকবে। একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রকে জনগণের কাছে ফেরত দিতে হবে।

সমাজসেবক ও রাজনীতিবিদ মোঃ শফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন ও মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি মোঃ আমিরুল ইসলাম।

সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মোঃ সাইফুল ইসলাম।

এছাড়াও এসময় জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, রোমানা আহমেদ, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল রহমান জাহিদ, ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজির, সদর উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব শেখ ফজলে রাব্বিসহ হাজারো নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

গণফোরামের মেহেরপুর জেলা কমিটি গঠন

অর্থবহ পরিবর্তন ও সুস্থ ধারার রাজনীতি প্রতিষ্ঠার অঙ্গিকার নিয়ে গণফোরামের মেহেরপুর জেলা শাখার আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে।

রফিকুল ইসলাম পথিক কে আহবায়ক,জাহাঙ্গীর আলম যুগ্ম আহবায়ক ও মো সেন্টু কে সদস্য সচিব করে ১১ সদস্য মেহেরপুর জেলা কমিটি করা হয়।

আজ শনিবার (২৩ নভেম্বর) বিকালে মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে কমিটি গঠন উপলক্ষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

রফিকুল ইসলাম পথিকের সভাপতিত্বে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন বাবুল হোসেন, হুমায়ন কবির, আহনাফ আবিদ, আসাদ বিশ্বাস , আবেদীন আশা।

সভায় রফিকুল ইসলাম পথিক বলেন, বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর আমুল সংস্কার করা জরুরি। ৫৪ বছর ধরেই লুটপাটতন্ত্র চর্চা হয়েছে, কেউ কম কেউ বেশি।

গাংনীতে সুজনের উপজেলা কমিটি গঠন

সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজনের) গাংনী উপজেলা সম্মেলন ও কমিটি গঠন করা হয়েছে। আজ শনিবার(২৩ নভেম্বর) দুপুরে দি হাঙ্গার প্রজেক্টের গাংনী এরিয়া অফিসে আয়োজিত সম্মেলনে করমদি ডিগ্রী কলজের শিক্ষক ও সুজনের উপজেলা শাখার কমিটির সাধারণ সম্পাদক আবু সাদাদ মোহাম্মদ সায়েম পল্টুর সভাপতিত্বে এবং দি হাঙ্গার প্রজেক্টের এরিয়া সমন্বয়কারী হেলাল উদ্দীনের এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সুজনের জেলা সম্পাদক সৈয়দ জাকির হোসেন ।

অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি ছিলেন জাতীয় কন্যা শিশু এডভোকেসী ফোরামের মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি ও সাংস্কৃতিক সংগঠক সিরাজুল ইসলাম।

অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সুজনের জেলা শাখার যুগ্ন সম্পাদক সাংবাদিক রফিকুল আলম বকুল, নাগরিক কমিটির আহবায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা মোজাম্মেল হক, সিনিয়র সাংবাদিক জুলফিকার আলী কানন, গাংনী প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহাবু্ব আলম, গাংনী মহিলা ডিগ্রী কলেজের প্রভাষক মহিবুর রহমান মিন্টু, বাঁশবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আলীমুজ্জামান ও কুতুবপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজের সিনিয়র শিক্ষক আক্তারুজ্জামান লাভলু।

এ ছাড়াও অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ইউনিয়নের সভাপতি ও সম্পাদকরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে আগামী দুই বছরের জন্য বীর মুক্তিযোদ্ধা মোজাম্মেল হককে সভাপতি ও করমদি ডিগ্রী কলেজের শিক্ষক আবু সাদাদ মোহাস্মদ সায়েম পল্টুকে সাধারণ সম্পাদক করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট গাংনী উপজেলা কমিটি গঠন করা হয়।

কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন সহ-সভাপতি মহিবুর রহমান মিন্টু, দিলরুবা খাতুন, যুগ্ম সম্পাদক বাশবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আলীমুজ্জামান, করমদি ডিগ্রী কলেজের প্রভাষক

মোস্তাফিজুর রহমান মনি, সাংগঠনিক সম্পাদক আক্তারুজ্জামান লাভলু, কোষাধ্যক্ষ শহিদুল ইসলাম শাওন ও প্রচার সম্পাদক আঃ হাদি।

সদর ও গাংনী উপজেলা জামায়াতের নবনির্বাচিত আমীদের শপথ গ্রহণ

মেহেরপুর সদর উপজেলা জামায়াতের নবনির্বাচিত আমীর মাওলানা সোহেল রানা ও গাংনী উপজেলা জামায়াতের নবনির্বাচিত আমীর ডাক্তার মো: রবিউল ইসলামকে শপথ করানো হয়েছে।

২০২৫-২৬ সেশনের জন্য তাঁদের মেহেরপুর সদর ও গাংনী উপজেলা জামায়াতের আমির নির্বাচিত করা হয়।

আজ শনিবার (২৩ নভেম্বর) বিকালে গাংনী দারুল এয়াতিমখানা হলরুমে আনুষ্ঠানিকভাবে উপজেলা জামায়াতের আমীর হিসেবে নাম ঘোষণা করা হয়। পরে জেলা জামায়াতের আমীর মাওলানা তাজ উদ্দিন খান তাঁকে শপথ বাক্য পাঠ করান।

এসময় মেহেরপুর জেলা জামায়াতের সেক্রেটারী মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন, জেলা জামায়াতের বায়তুল মাল সম্পাদক জারজিস হুসাইন, গাংনী উপজেলা জামায়াতের নায়েবে আমীর নাজমুল হুদা, গাংনী পৌর জামায়াতের আমীর আহসানুল হক, জেলা জামায়াতের সূ্রা সদস্য মাওলানা আব্দুর রহমানসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এরআগে, দুপুরের দিকে মেহেরপুর ট্রাষ্ট মসজিদে শপথ পাঠ করানো হয় সদর উপজেলা জামায়াতের নবনির্বাচিত আমির মাওলানা সোহেল রানাকে। জেলা জামায়াতের আমীর মাওলানা তাজ উদ্দিন খান তাঁকে শপথ পাঠ করান।

এসময় জেলা জামায়াতের সেক্রেটারী মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন, জেলা জামায়াতের বায়তুল মাল সম্পাদক জারজিস হুসাইন, মেহেরপুর পৌর জামায়াতের আমীর সোহেল রানা ডলারসহ জামায়াত নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

২০২৫-২৬ সেশনে মাওলানা সোহেল রানা সদর উপজেলা জামায়াতের আমীর ও

ডাক্তার মো: রবিউল ইসলাম গাংনী উপজেলা জামায়াতের আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি জামায়াতের উপজেলা নির্বাচন বিভাগের ৬৫ জন পুরুষ ও ৮০ জন নারী রোকনদের প্রত্যক্ষ ভোটগ্রহণ করে। পরে জেলা আমিরের কাছে ফলাফল হস্তান্তর করে।

মুজিবনগরে জাতীয় সমবায় পুরস্কার-২০২৩ প্রাপ্তি উৎযাপন

“সমবায়ে শক্তি”সমবায়ে মুক্তি” সমবায়ে গড়বদেশ বৈষম্যহীন বাংলাদেশ এই স্লোগান কে সামনে রেখে র্যালী, আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ নানা আয়োজনে মুজিবনগর উপজেলার গোপালনগর কো- অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নের জাতীয় সমবায় পুরস্কার-২০২৩ প্রাপ্তি উপলক্ষে আনন্দ উৎসব উৎযাপন করেছে গোপালনগর কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নের কর্মকর্তা, কর্মচারি ও সদস্যবৃন্দ।

গোপালনগর কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নের আয়োজনে আজ শনিবার (২৩ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্তি উদযাপনে একটি বর্ণাঢ্য র্যালী বের করা হয় র্যালীটি সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে সমিতির অফিস প্রাঙ্গনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সমিতির সাবেক সভাপতি মাহফুজ আলমের সঞ্চালনায় এবং গোপালনগর কো- অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি: সভাপতি আব্দুর রাজ্জাকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিভাগীয় যুগ্ম নিবন্ধক মিজানুর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাইরুল ইসলাম, বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়ের উপ-নিবন্ধক (প্রশাসন) জাহাঙ্গীর আলম, মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (তদন্ত) জাকির হোসেন, জেলা সমবায় অফিসার প্রভাস চন্দ্র বালা।

উল্লেখ্য যে সঞ্চয় ও ঋণদান/ক্রেডিট সমবায় শ্রেণিতে ২০২৩ সালের

সারা বাংলাদেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি হিসাবে নির্বাচিত হয় গোপালনগর কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:। গত ২রা নভেম্বর জাতীয় সমবায় দিবসে
কেন্দ্রীয় সমবায় অধিদপ্তরের মাল্টিপারপাস সম্মেলন কক্ষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা এ.এফ হাসান আরিফ প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে গোপালনগর কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নের সভাপতি আব্দুর রাজ্জাকের হাতে জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০২৩ এর ১ টি ক্রেস্ট, সম্মাননা সনদ ও ১ (লক্ষ) টাকা অর্থমূল্য পুরস্কার হিসেবে তুলেদেন।

মেহেরপুরে কৃষক দলের প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে সংখ্যাগরিষ্ট কৃষক জনগোষ্ঠিকে সংগঠিত করার লক্ষে জেলা কৃষক দলের প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার বিকালে জেলা শিল্প কলা একাডেমি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত প্রস্তুতি সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা কৃষকদলের আহবায়ক মাহাবুবুর রহমান।

জেলা কৃষক দলের সদস্য সচিব মিজানুর রহমানের সঞ্চলনায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন সাবেক এমপি ও জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুণ।

তিনি বলেন, জুলাই বিপ্লবের রক্তপাতের মধ্য দিয়ে হাজারো ছাত্রজনতার রক্তে রঞ্জিত একটি সরকার এসেছে ঠিক, তবে গণতন্ত্রের সংগ্রাম শেষ হয়ে যায়নি। কেবলমাত্র হাসিনা পালিয়েছে গণতন্ত্রের সংগ্রাম এখনো পড়ে আছে। গণতন্ত্রের অন্যতম শর্ত ভোটের অধিকার। সেই ভোটের অধিকার যদি প্রতিষ্ঠা করতে আমরা ব্যর্থ হই জনগনের কোনো অধিকার প্রতিষ্ঠা লাভ করবে না। তিনি বলেন, যারা কৃষক শ্রমিক মেহনতি মানুষের কথা ভাবে যারা প্রান্তিক মানুষের কথা ভাববে সেইসব মানুষদেরকে পার্লামেন্টে নিয়ে আসতে হবে, তবেই

কেবলমাত্র কৃষক সমাজের মেহনতি মানুষের মুক্তি সম্ভব।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কৃষকদলের কেন্দ্রীয় নেতা ও খুলনা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ ওসমান আলী বিশ্বাস।

প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন কৃষকদলের কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক মোঃ শফিকুল ইসলাম শফিক, সহত্রাণ ও পুনর্বাসন সম্পাদক মোঃ আআখতারুজ্জামান সজল।

অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর সদর উপজেলা কৃষকদলের আহবায়ক আজিজুল হক, সদস্য সচিব মেরাজ উদ্দিন, গাংনী উপজেলা কৃষক দলের আহবায়ক মোতালেব হোসেন, সদস্যসচিব মোখলেসুর রহমান, মুজিবনগর উপজেলা কৃষকদলের আহবায়ক আরমান আলী, সদস্যসচিব কুন্নত আলী ও কৃষকদল নেতা এস.এম মকিদুর রহমানসহ উপস্থিত নেতৃবৃন্দ।

মুজিবনগরে বিএনপির গনজমায়েত ও আলোচনা সভায়–আমিরুল ইসলাম

মুজিবনগর উপজেলায় বর্তমানে কিছু কাগজে নেতা আছে। যারা বিএনপিকে ধংস করতে চায়। তারা চার দেওয়ালে মধ্যে বসে কমিটি করে তারা হল কাগজে নেতা। তারা আওয়ামীলীগের নেতাকর্মীদের খুশি করতে চায়। তারা তাদের সাথে সমঝোতা করে চলতে চায়। তারা মনে করে হয়তো ২০ বছর পরেও হলেও আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় আসবে।

আমি আপনাদের বলতে চায় আপনাদের জীবন দশায় আওয়ামীলীগকে ক্ষমতায় দেখতে পাবেন না। তাই কাগজে নেতা বাদ দিয়ে জনগনের কাছে মাপ চান। আর বলেন আমরা আজ থেকে কাগজে নেতা হতে চায় না। কাগজে নেতা বাদ দিয়ে জনগনের সাথে এক কাতারে থেকে জনগনের নেতা হতে চাই।

আপনারা যদি শহীদদের জিয়ার আদর্শে গড়া বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলকে ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টা করেন। আপনাদেরকেও ছাড় দেয়া হবে না। তাই আপনাদের বলতে চাই ভালো হয়ে যান জনগণের পাশে দাঁড়ান আগামী নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী দলকে ভোটে জিতিয়ে বেগম খালেদা জিয়াকে

প্রধানমন্ত্রী করে দেশ গড়ায় অংশগ্রহণ করেন। না হলে আপনাদের পরিনীতি খুবই খারাপ হবে।

আজ শুক্রবার (২২নভেম্বর) বিকালে মুজিবনগরের বাগোয়ান ইউনিয়নের আনন্দবাস ৭ নং ওয়ার্ড বিএনপির আয়োজনে, সরকার বিরোধী সকল অপশক্তি এবং ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে যে অঙ্গীকার তার প্রেক্ষিতে বিএনপির গন জমায়েত ও আলোচনা সভায় এসব কথা বলেন, অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান আমিরুল ইসলাম।

গন জমায়েত ও আলোচনা সভায় বিএনপির প্রবীন নেতা বদরউদ্দীন বিশ্বাসের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাগোয়ান ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রফিকুল ইসলাম,সাধারন সম্পাদক ইসলাম আলী।

বক্তব্য রাখেন, ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম, দারিয়াপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক নাসির উদ্দীন, মহাজনপুর ইউনিয়ন বিএনপি নেতা সাজেদুর রহমান সাজেদ, দারিয়াপুর ইউনিয়ন বিএনপি নেতা সাদী মাষ্টার, বিএনপি নেতা বায়োজিদ মাষ্টার, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব আনারুল ইসলাম, উপজেলা যুবদলের সাবেক সাধারন সম্পাদক হারুন অর রশিদ, দারিয়াপুর ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি ইস্রাফিল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা জাসসের সভাপতি জুলফিকার খান হেলাল, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি আশরাফুল ইসলাম সাবু,মুজিবনগর উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব আজিজুর রহমান (আফিরুল)।

এ সময় আনন্দবাস ৭ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির বিপুল সংখ্যাক নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

কোন রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধের পক্ষে নয় জামায়াত– অধ্যাপক

মিয়া গোলাম পরওয়ার

রাস্ট্র সংস্কারের পর যৌক্তিক সময়ে নির্বাচন হবে। এই যৌক্তিক সময় কতদিন বা কত বছর তা নির্দিষ্ট করে বলা যাবে না। নির্বাচন কমিশন, পুলিশ প্রশাসন ও নির্বাহী বিভাগ সংস্কারের পর সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি হলেই নির্বাচন হতে পারে।

আজ শুক্রবার (২২ নভেম্বর) বিকেলে মেহেরপুরের ড:শহীদ সামনুজ্জোহা পার্কে জামায়াতের কর্মী সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথাগুলো বলেন জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার।

তিনি আরও বলেন, বিএনপিসহ দেশের সব রাজনৈতিক সংগঠনের সাথে জামায়াতের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। ইসলামী আন্দোলনের দলগুলোসহ সব দলের সাথে সংলাপ চলছে। গণতন্ত্রের স্বার্থে যারা ঐক্যবদ্ধ থাকবে তাদের সাথেই জোটবোদ্ধ নির্বাচন করবে জামায়াত।

ছাত্রলীগের নিষিদ্ধের বিষয়ে তিনি বলেন, ৫ আগস্টের চারদিন আগে জামায়াতকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু তারপর চারদিনও টিকতে পারেনি আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ। জনরসে পড়ে দেশ ছেড়ে ভারতে পালাতে বাধ্য হয়েছে শেখ হাসিনা ও তার আত্মীয় স্বজন। তার বিচার জনগণই করবে। তারা নির্বাচনে আসতে পারবে কিনা সেটি জনগণের উপর নির্ভর করবে। তবে কোন দলকে নিষিদ্ধের পক্ষে নয় জামায়াত। আইনি প্রক্রিয়ায় খুনি শেখ হাসিনাকে বিচারের আওতায় এনে শাস্তি কার্যকর করা হবে বলেও তিনি জানান।

জেলা জামায়াতের আমির মাওলানা তাজউদ্দিন খানের সভাপতিত্বে সম্মেলনে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন জাময়াতের কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য মোবারক হোসাইন ও কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ।

এসময় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, জেলা জামায়াতের নায়েবে আমীর মাওলানা মাহবুব উল আলম, সেক্রেটারি ইকবাল হোসেন, সদর উপজেলা আমীর মাওলানা সোহেল রানা, গাংনী উপজেলা জামায়াতের আমীর ডাক্তার রবিউল ইসলাম, মেহেরপুর পৌর জামায়াতের আমীর সোহেল রানা ডলার, গাংনী পৌর জামায়াতের আমীর আহসানুল হক।

কর্মী সম্মেলনে হাজার হাজার জামাত কর্মীরা অংশ নেয়।